মাশরুম চাষে সফলতা পেয়েছেন মিজানুর রহমান

পরীক্ষামূলকভাবে মাশরুম চাষে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগরের তরুণ উদ্যোক্তা মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে তিনি জানান, “আমার ইচ্ছে ছিল নতুন কিছু চাষ করার। ইউটিউবে মাশরুম চাষ সম্পর্কে জানতে পেরে আগ্রহী হয়ে উঠি। এরপর জীবননগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মনোহরপুর ইউনিয়নের দায়িত্বরত কৃষি কর্মকর্তা মোরশেদ বিল্লাহর সহযোগিতায় ৫০ কেজি বীজ সংগ্রহ করে প্রায় ২০০টি মাশরুম পলিব্যাগ তৈরি করি এবং পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু করি।”

তিনি আরও বলেন, “আমার চাষ করা মাশরুমগুলো ওয়েস্টার জাতের এবং বর্তমানে এগুলোর বয়স আড়াই মাস। মাশরুম পলিব্যাগ তৈরির জন্য আমি কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কাঠের গুঁড়া ও মাশরুমের বীজ ব্যবহার করেছি। পরিচর্যার ক্ষেত্রে আহামরি কিছু করতে হয় না। তবে অতিরিক্ত গরমে দিনে ৩-৪ বার বাষ্প আকারে পানি স্প্রে করতে হয়।”

ছত্রাক সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করে তিনি বলেন, “কোনো পলিব্যাগে ছত্রাক দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে ফেলতে হবে। না হলে অন্য পলিব্যাগগুলোও আক্রান্ত হবে।”

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় মাশরুম চাষের উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “মাশরুম মূলত শীতপ্রধান দেশে ভালো চাষ হয়। তাই চাষের জায়গাটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন সেখানে সরাসরি রোদ না আসে এবং তাপমাত্রা ২২-২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। যদি গরম বেশি হয়, তাহলে সকালে, দুপুরে ও রাতে বাষ্প আকারে পানি স্প্রে করলেই সমাধান হয়ে যায়।”

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, “শুরুর দিকে আমার ২০০টি মাশরুম পলিব্যাগের মধ্যে প্রায় ৪০টি নষ্ট হয়ে যায়। তবে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করার ফলে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি—কীভাবে এটি তৈরি করতে হয় এবং কীভাবে পরিচর্যা করতে হয়। ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন।”

এছাড়াও তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ জানান তার মতো একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার গল্প তুলে ধরার জন্য।

কুষ্টিয়াতে তরুণ উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী বাবুর জন্মদিন পালন

কুষ্টিয়ার মডার্ন প্লাইউড এন্ড উড প্রসেসিং কোম্পানি লিমিটেড এর চেয়ারম্যান রোটারীয়ান আকরাম হোসেন বাবুর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে কেক কাটা হয়েছে।

আজ শুক্রবার রাতে শহরের খেয়া রেঁস্তারায় রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার সাপ্তাহিক মিটিং শেষে এক আড়ম্বরপুর্ণ অনুষ্ঠানে কেক কাটা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ সদর আসরেন সংসদ সদস্য কুষ্টিয়ার উন্নয়নের রুপকার মাহবুব-উল আলম হানিফ।

রোটারী ক্লাব অব কুষ্টিয়ার গভর্নর এর এডভাইজার রোটাঃ অজয় সুরেকা, এসিস্ট্যান্ট গভর্নর রোটাঃ কাজী আলো, ক্লাবের সভাপতি এ্যাডঃ মোসাদ্দেক আলী মনিসহ ক্লাবের সদস্যরা ও শুভাকাঙ্খীরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্যবসায়ী এ তরুণ উদ্যোক্তা আকরাম হোসেন বাবু রোটারি ক্লাব ও কুষ্টিয়া ক্লাব সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। পাশাপাশি মানবকল্যাণে তিনি অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে নিজেকে মেলে ধরেন এবং সবসময় তাদের পাশে সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

মানুষের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তিনি গড়ে তুলেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার চার মাইল বিভাগ এলাকায় মডার্ন প্লাইউড এন্ড উড প্রসেসিং লি: নামক একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে তিনি নিজেকে আজও প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। এই

প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য নাম্বার ওয়ান হিসেবে সারা দেশে সমাদৃত। সরকারের রাজস্ব খাতে নিয়মিত ভ্যাট দেওয়ার জন্য তিনি সেরা ভ্যাটদাতার পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন।

ঝিনাইদহে তরুণ উদ্যোক্তা মোটরসাইকেল ব্যবসায়ী হিসেবে জনপ্রিয় সোনার বাংলা মটরস্

ঝিনাইদহ শহরে তাসলিমা ক্লিনিকের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত সোনার বাংলা মটরস্। প্রোপাইটার- তাপস কুণ্ডু, সনজিত কর্মকার।

ঝিনাইদহ শহরের উত্তপ্ত গ্রাম অঞ্চলে প্রিমিয়াম বাইক থেকে শুরু করে সকল ধরনের বাইক ক্রয় বিক্রয় মানেই সোনার বাংলা মটরস্। প্রতিটা গ্রামে তার কর্মীরা একটিভ থাকে বাইক কালেকশন এর জন্য, ভালো মানের বাইক এবং কম বয়সী বাইক কালেকশন করে থাকে।

কাগজ নিয়ে নেই কোন ঝামেলা ১০০% কাগজ গ্যারান্টি দিয়ে গাড়ি বিক্রয় করে থাকে সোনার বাংলা মটরস্। পিক নয় কাস্টমার সেবায় সোনার বাংলা মটরস্ মূল উদ্দেশ্য শহরে প্রত্যেক ব্যবসায়ীর সাথে গ্যারান্টি দিয়ে সব থেকে কম প্রফিট এ গাড়ি বিক্রয় করে একমাত্র সোনার বাংলা মটরস্।

সর্বনিম্ন ১০০০ টাকা প্রফিট এ গাড়ি বিক্রি করা সোনার বাংলা মটরস্। যার কারনে সবার কাছেই খুবই জন প্রিয় হয়ে উঠেছে। সোনার বাংলা মটরস্ প্রোপাইটার সনজিত কর্মকার বলেন কাস্টমারের সেবা দেয় আমাদের মূল ধর্ম, আমরা সব সময় কাগজ পাতি এবং গাড়ির দিক থেকে ফেরেশ থাকতে চাই।